ঘ্রা বিনেতি ষড়প্রা কিম্ ভক্তিং জনঃ প্রমহংসগতো লভেত। ইতি। কর্মপরিচর্মা কর্মশ্বতিলীলারণম্। চরণয়োরিতি সর্ব্ব্রান্থিতং ভক্তিবাঞ্জকম্। তদেতত্তরশিরপি তত্তজ্জনবিধিশিক্ষাগুকঃ প্রাক্তনঃ প্রবণগুকরের ভবতি, তথাবিধস্ত প্রাপ্তরাং। প্রাক্তনানাং বহুত্বেগি প্রায়স্তেষেবান্যতরোহভিক্ষচিতঃ। প্র্বশ্বাদেব হেতোঃ প্রমন্ত্র্রুত্বক এব, নিষেৎস্তমানত্বান্ধহলনাম্। অথাত্র প্রমাণানি। তত্র তদাবিভাববিশেষ-ক্ষতিঃ মহাপুরুষমভার্চের্র্ত্ত্বাভিমতয়াত্মনঃ ইত্যাদে প্রমদ্যবির্হোত্রাবিনাভিপ্রেতা। ভজনবিশেষক্ষতিক, বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধাে মথঃ। ত্রয়াণামীপিতে-তল্ববিধিনা মাং সমর্চয়েদিত্যাদে, প্রভিগ্রতাভিপ্রেতঃ। অতঃ প্রবণগুরুমাহ—তশ্বাৎ গুরুং প্রপত্যেত জিজ্জাস্তঃ শ্রের উত্তমম্। শাকে পরে চ নিফাতং ব্রন্ধন্যপশ্বাশ্রয়ম্। গুরুং প্রপত্যেত জিজ্জাস্তঃ শ্রের উত্তমম্। শাকে পরে চ নিফাতং ব্রন্ধন্যপশ্বাশ্রয়ম্। ১০২॥

পূর্বেব বর্ণিত এইসকল বৈষ্ণব-সাধুমহৎরূপে এবং সাধুরূপে ভেদ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধুমাত্রের ভেদের তারতম্য—যাহা এ প্রকরণে বিচারিতভাবে নির্দেশ করা হয় নাই, তাহা ভক্তিভেদনিরপণপ্রসঙ্গে এই ভক্তিসন্দর্ভেই পরে বিচারিতভাবে নির্দেশ করা হইবে। কিন্তু অসাস্থ যাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত নয়—সেই শ্রীশিব-শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত সাধকগণকেও যে বৈষ্ণব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেটি নিজ গোষ্ঠা অপেক্ষায় ব্বিতে হইবে। অর্থাৎ শৈব-শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন সাধককে বৈষ্ণবরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্ম্মিগণের ভিতরে কর্ম্মান্থন্ঠানের সাত্ত্বিকতা দৃষ্টিতে যেমন স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে উল্লেখ আছে—"ধর্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তর্দার্থক্ত মৈথুনং। পচনম্ বিপ্রমুখ্যার্থং জ্যোক্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥"

যাহারা ধর্মের জন্ম জীবনধারণ, সন্তানার্থে মৈথুন আর উত্তম ব্রাহ্মণের জন্ম পাক করে, সেই সকল মান্ত্র্যকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই ক্ষমপুরাণেই শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাবৃদ্ধিতেই যাহারা ঐ পূর্ববর্ণিত ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুর আজ্ঞাবৃদ্ধিশৃন্ম হইয়া ঐ পূর্বেজি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইবে না। মূল কথা—শ্রীবিষ্ণুর অনুসন্ধানহীন ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বিষ্ণুর বিষ্ণুবহির্মুখতাদোযজন্য অবৈষ্ণুব, আর সাধারণক্রিয়ানুষ্ঠানেও যদি বিষ্ণুর অনুসন্ধান থাকে, তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়—

ন চলতি নিজবর্ণধর্মতো যা সমমতিরাত্মস্থল্বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হস্তি কিঞ্ছিছেচঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিফুভক্তম্॥